82392 - নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে সফর করা

প্রশ্ন

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে কোন নারীর মাহরাম ছাড়া সফর করার বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

সহিহ ও সুস্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নারীর জন্য মাহরাম (যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এটি শরীয়তের পূর্ণতা, মাহাত্ম্য, শরিয়ত কর্তৃক ইজ্জতের সুরক্ষা দেয়া, নারীকে সম্মান দেয়া, নারীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, নারীকে সুরক্ষিত রাখা এবং ফিতনা ও স্খলনের পথগুলো থেকে আগলে রাখার জন্য শরীয়তের সচেতনতার অন্তর্ভুক্ত; হোক সেই ফিতনা নারীর পক্ষ থেকে কিংবা অন্যদের পক্ষ থেকে।

এই দলীলসমূহের একটি হল বুখারী (১৭২৯) ও মুসলিমে (২৩৯১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন নারী মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া সফর করবে না। মাহরাম সাথে নেই এমন অবস্থায় কোনো পুরুষ তার কাছে প্রবেশ করতে পারবে না।" এ সময় এক ব্যক্তি বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে যেতে চাচ্ছে।" তিনি বললেন: "তুমি তার সাথেই যাত্রা করো।"

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, একজন নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে সফর করার বৈধতা নেই। নারীর জন্য যে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব সেটা অর্জনেও তার কর্তব্য সুলভ অনেক পন্থা অবলম্বন করা। যেমন: ক্যাসেটে শোনা, আলেমদেরকে ফোনে প্রশ্ন করা প্রভৃতি আরো যে সকল পন্থা আল্লাহ তায়ালা বর্তমান সময়ে সহজ করে দিয়েছেন।

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: নারীর ডাক্তারি বিদ্যা শেখা ওয়াজিব হোক কিংবা বৈধ হোক, সেটা শেখার জন্য তার ঘর থেকে বের হওয়া যাবে কিনা, যদি এ বিদ্যা অর্জন করতে গিয়ে সে যতই চেষ্টা করুক না কেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এড়াতে পারবে না:

ক- পুরুষদরে সাথে মলোমশো: রোগী ও চকিৎিসা বদি্যার শক্ষিক সাথে কথাবার্তা বলা এবং গণরবিহনে পুরুষদরে সাথে মশো।

খ- এক দশে থকেে অন্য দশেে ভ্রমণ করা। উদাহরণস্বরূপ সুদান থকেে মশিররে উদ্দশেে ভ্রমণ করা, যদওি তা বমিানরে মাধ্যমে কয়কে ঘণ্টার জন্য হয়; তনি দনিরে জন্য না হয়।

গ- চকিৎিসা বদি্যা শখোর জন্য মাহরাম ছাড়া একাকী অবস্থান করা; যদওি সে অনকে নারীর সাথে অবস্থান কর;ে তবে পূর্বোক্ত পরস্থিতিগিুলোর সাথে থাকে।

স্থায়ী কমটিি উত্তর দয়ে:

“এক: যদি সে নারী ডাক্তারি বদি্যা পড়ার জন্য বরে হলে শক্ষিাক্ষত্রেে কংিবা গণ পরবিহনে চড়ার সময় পুরুষদরে সাথে এমন মলোমশো হয় যার ফলে ফতিনা হয়; তাহলে তার জন্য ডাক্তারি পড়া বধৈ নয়। কারণ তার জন্য নজিরে ইজ্জত রক্ষা করা ফরযে আইন; আর ডাক্তারি বদি্যা শখো ফরযে কফিায়া। ফরযে আইন ফরযে কফোয়ার উপর প্রাধান্য পাব।ে অসুস্থ ব্যক্তি কংিবা ডাক্তারি বদি্যার শক্ষিকরে সাথে নছিক কথা বলা হারাম নয়। বরং হারাম হল যার সাথইে কথা বলা হোক, কোমল ও নরমভাবে কথা বলা। যার কারণে যার অন্তরে পাপাচার বা নফোকীর রোগ আছ,ে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হব।ে এটা ডাক্তারি বদি্যা শখোর সাথে বশিষ্টি নয়।

দুই:

যদি তার ডাক্তারি বদি্যা শখো, শখোনো এবং অসুস্থ ব্যক্তরি চকিৎিসা প্রদানরে নমিত্তি সফরে তার সাথে মাহরাম থাকে তাহলে সটো বধৈ হব।ে আর যদি তার সাথে উক্ত সফরে স্বামী বা মাহরাম কউে না থাক,ে তাহলে সটো হারাম; এমনকি যদি বমিানে সফর করা হয়। তবুও কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “নারী মাহরাম ব্যক্তরি সঙ্গে ছাড়া সফর করবে না।” হাদীসটরি বশিুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত। এছাড়া ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছেে য,ে ডাক্তারি শখো বা শখোনোর উপর ইজ্জত রক্ষার কল্যাণ প্রাধান্য পাব।ে ... শষে পর্যন্ত।

তনি:

যদি ডাক্তারি বদি্যা শখো বা শখোনো কংিবা নারীদরে চকিৎিসা করার জন্য সে একদল বশি্বস্ত মহলিার সাথে অবস্থান কর,ে তাহলে সটো বধৈ হব।ে আর যদি প্রবাসে তার সাথে স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তরি অনুপস্থতিতিে ফতিনার আশঙ্কা থাক,ে তাহলে বধৈ হবে না। যদি তাকে পুরুষদরে চকিৎিসা দতিে হয়, তাহলে জায়যে হবে না; শুধু জরুরী অবস্থাতে বধৈ হব,ে তবে শর্ত হলো একাকী হওয়া যাবে না।” [‘ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়মোহ’ (১২/১৭৮)

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।